

আশরায়ে মুবাশশারা

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবির জীবনতথ্য

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আল-ওয়াহাশ

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল মাসুম

গবেষণা

অনুবাদকের ভূমিকা

হেরা গুহায় একদিন। নবিজি এক আল্লাহর ধ্যানে গভীর নিমগ্ন। জিবরিল  নেমে এলেন আসমান থেকে। বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে।'।

প্রথম ওহি অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাসুল হিসেবে মনোনীত করলেন। তাঁকে বানালেন মানবজাতির মুক্তির দিশারি। বার্তাবহ জিবরিল আ.-এর মাধ্যমে প্রত্যাদেশ জারি করলেন প্রথমবারের মতো।

পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এলেন নবিজি । বাড়িতে এসে খাদিজা -কে খুলে বললেন সবকিছু। নিজেকে সামলে উঠতে পারছিলেন না তিনি। খাদিজা  তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর সেবা করলেন। অভয় দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল।

পৃথিবীতে তিনিই প্রথম নবিজির ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ইমান এনেছেন এক আল্লাহর প্রতি। তাই তিনিই প্রথম মুসলিম।

পরদিন। নবিজি  বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। মক্কার পথঘাট, বাজারহাট সবই তাঁর চেনা। মাসজিদুল হারামে প্রতিদিন তাঁর যাওয়া-আসা। কিন্তু আজ এসব বড় অচেনা লাগছে।

ভাবতে পারেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নবিজি  আর তাঁর পরিবারের বাইরে মুসলিম বলতে কেউ নেই! মূর্খতা আর ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত পুরো মানবজাতি। নবিজি  ভাবতে লাগলেন, কী করবেন তিনি।

সঙ্গী আবু বকরের কাছে গেলেন। তাঁকে আহ্বান করলেন ইসলামের প্রতি। সব খুলে বললেন তার কাছে। একটুও দ্বিধা না করে আবু বকর  সাড়া দিলেন নবিজির আহ্বানে। এরপর তাকে নিয়ে চললেন মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশে। দেখা হলো কয়েকজন পুরুষের সাথে।

এরা সবাই একেশ্বরবাদী। ইসলাম আসার আগে, সেই ভরা জাহেলিয়াতের যুগেও তারা শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন, দূরে থাকতেন সব ধরনের পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে। সত্য ও সরল ধর্মের অনুসন্ধানে থাকতেন সবসময়।

নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, সাইদ ইবনে জাইদ ؑ-এর পিতা জাইদসহ আরও অনেকেই সে সময় নীরবে একত্ববাদে বিশ্বাস করতেন। তারা শেষ নবির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা ؑ-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল প্রথমে একেশ্বরবাদী হলেও পরবর্তীকালে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আর নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিব ইসলাম আসার আগেই বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

আবু বকর ؑ তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলেন। নবুয়তের পরিচয় জানিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পাঁচজন ইসলাম কবুল করলেন তার হাতে। তারা হচ্ছেন : উসমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এ পাঁচজন সাহাবি ইসলামের দাওয়াত পেয়ে মোটেও দেরি করেননি। কোনোরকম ভাবনা ছাড়াই ইমান এনেছিলেন। একদিন তারা সকলেই আবু বকর ؑ-এর সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন নবিজির খেদমতে। এরপর নবিজি যখন তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন; তিলাওয়াত করে গুনিয়েছিলেন কুরআন থেকে; তাদের জানিয়েছিলেন, ইসলাম সত্য ধর্ম, তিনি সত্য নবি; তখন তারা সকলেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ইমানের সুশীতল ছায়ায়।

জাইদ ইবনে হারিসা ও আলি ইবনে আবি তালিবসহ এই দলটিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। এঁরাই প্রথম নবিজিকে সত্য নবি আর তাঁর আনীত কিতাবকে সত্য আসমানি কিতাব বলে বিশ্বাস করেন। এরপর তাদের সঙ্গে যোগ দেন উমর ইবনে খাত্তাব।

এই দশজন সাহাবির প্রত্যেকেই ইসলামের সূচনালগ্নের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাদের আত্মত্যাগ ও অবদানের কাছে সমগ্র মানবজাতি আজীবন ঋণী হয়ে থাকবে।

এদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক ؑ ছিলেন নবিজির সবসময়ের সাথি। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সবাই যখন নবিজিকে মিথ্যাবাদী বলছিল, তিনি একা তাঁকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছিলেন। সবাই যখন নবিজিকে একা ছেড়ে যাচ্ছিল, তিনিই নবিজির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

হিজরতের সময় তিনি নবিজির সঙ্গে ছিলেন। হিজরতের পথে সাওর পর্বতের গুহায়ও তিনি ছিলেন নবিজির পাশে। মদিনায় যাওয়ার পর বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রতিটি জিহাদে তিনি শরিক হয়েছেন নবিজির সঙ্গে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দিয়েছেন।

একদিন নবিজি ﷺ তার ব্যাপারে বলছিলেন, ‘আমি যতজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সবাই একটু দেরি করেছিল, চিন্তাভাবনার সময় নিয়েছিল। কিন্তু আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তিনি কোনো দেরি করেননি, কোনো চিন্তাভাবনাও করেননি।’^১

উমর ফারুক রাঃ। তিনিই প্রথম ‘আমিরুল মুমিনিন’ উপাধিতে ভূষিত হন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। তিনি ‘ফারুক’ বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, রোম ও পারস্যবিজেতা বীর সাহাবি। তার শাসনামলে কাফিরেরা কখনো হিজাজের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করেনি। নবিজি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমার পরে কেউ যদি নবি হতো, তাহলে উমর নবি হতো।’

উসমান ইবনে আফফান রাঃ। প্রথম হিজরতকারী সাহাবি তিনি। নম্রতা ও লাজুকতায় প্রবাদতুল্য। মদিনার শীর্ষ ধনীদের অন্যতম। ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নেতৃত্বে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে উত্তরে পারস্য^২, পশ্চিমে আফ্রিকার বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি এবং ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্বে খোরাসানের^৩ কয়েকটি অঞ্চল পর্যন্ত। তারই হাত ধরে ৬৪০-এর দশকে আর্মেনিয়া বিজয়ের সূচনা হয়।

আলি ইবনে আবি তালিব রাঃ। বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি। রণাঙ্গনে বীরযোদ্ধা; আলোচনা ও পরামর্শদানে সুবিজ্ঞ; বিচারকাজে প্রজ্ঞাময়; বক্তৃতায় সাবলীল; ব্যক্তিগত আচার-আচরণে নম্র ও কোমল; বন্ধুদের প্রতি অকপট আর শত্রুদের ওপর দয়াশীল।

^১ উসদুল গাবাহ : ৩/৩১০-৩১১; সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/২৫২; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/২৫০

^২ বর্তমান ইরান

^৩ বর্তমান আফগানিস্তান

তৎকালীন আরবে তিনি ছিলেন শৌর্যবীর্যের প্রতীক। ছোটবেলা থেকেই সর্বদা জ্ঞানচর্চা করতেন। ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বুদ্ধিমত্তায় অনন্য। নবিজি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমি জ্ঞানের নগরী আর আলি হচ্ছে তার দরজা।’

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ। নবিজি ﷺ-এর ভায়রা ও ভগ্নিপতি। জান্নাতে তিনি হবেন নবিজির প্রতিবেশী। উহুদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কাফিরদের ছোড়া তিরের সামনে বুক পেতে নবিজিকে রক্ষা করেছেন। যুদ্ধের পরে নবিজি ﷺ বলেছিলেন, ‘কেউ যদি কোনো জীবন্ত শহিদকে মাটিতে চলন্ত অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে।’

জুবাইর ইবনে আওয়াম ﷺ। ইসলামের জন্য প্রথম তরবারি উত্তোলনকারী সাহাবি। স্বভাবে দৃঢ়চেতা। বৃকে অদম্য সাহস। নবিজি ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক নবির একজন সহযোগী সঙ্গী থাকে। আর আমার সহযোগী সঙ্গী হচ্ছে জুবাইর ইবনে আওয়াম।’ খন্দকের যুদ্ধে স্বয়ং নবিজি ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, ‘জুবাইর! আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোক!’

আবদুর রহমান ইবনে আওফ ﷺ। মদিনার শীর্ষ ব্যবসায়ী ও ধনী সাহাবি। আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করতেন। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। নবিজি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘আবদুর রহমান ইবনে আওফ আসমান ও জমিনের মাঝে আমার উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।’

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﷺ। ইসলামের পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াইকারী সাহাবি। পারস্য বিজয়ের মহাঅধিনায়ক তিনি। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে নেমে পড়েছিলেন দজলার বৃকে। ঘোড়ায় চড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন উত্তাল দরিয়া। তার বাহিনীর এমন দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রা দেখে রাজধানী মাদায়েন ছেড়ে পালিয়েছিল পারস্য সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগের্দ। নবিজি ﷺ তাকে বলেছিলেন, ‘আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোক।’

সাইদ ইবনে জাইদ ﷺ। নবুয়তের গুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবি। মক্কার পর্বতময় মরুর তপ্ত উপত্যকায় একাকী একদিন সাড়া দিয়েছিলেন নবিজি ﷺ-এর প্রথম আহ্বানে। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ করেননি; এমনকি ভাবারও সময় নেননি। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন সিংহের মতো। ইয়ারমুকের প্রান্তরে লড়েছেন ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে।

আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ رضي الله عنه। সিরিয়া বিজয়ের মহাঅধিনায়ক, যে বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নবিজির বিশ্বস্ত সেনাপতি। ১৮ হিজরিতে সিরিয়াজুড়ে ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। আমওয়াস নামের অচেনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অসংখ্য মানুষ। খলিফার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেনাপতি আবু উবাইদা رضي الله عنه নিজ সৈন্যদের রণাঙ্গনে একা ফেলে যাননি। নবিজি ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। আমার উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ।’

আল্লাহ তাআলা এই মহাপুরুষদের বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। নবিজির মাধ্যমে সরাসরি এঁদের গুণিয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ। তাই এই ১০ সাহাবিকে ‘আশারায়ে মুবাশশারা’ বলা হয়।

নবিজি ﷺ তাঁদের নাম ধরে ধরে জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলি জান্নাতি, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ জান্নাতি, জুবাইর ইবনে আওয়াম জান্নাতি, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতি, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি, সাইদ ইবনে জাইদ জান্নাতি এবং আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ জান্নাতি।’^৪

নবিজি ﷺ-এর এই সাহাবিদের বর্ণাঢ্য জীবন অথই সাগরের মতো। এর মধ্যে একবার ডুব দিলে হতাশা, হীনম্মন্যতা, অন্ধকারের হাতছানি আর অলসতার ভাইরাস খুঁজে পাবে না আপনাকে।

আপনি কী চান? সামনে এগিয়ে যেতে? পথনির্দেশনা খুঁজে পেতে? অদম্য মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে? অলসতা ঝেড়ে ফেলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে? কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে এগুবেন, তার সমাধান পেতে?

কীভাবে করবেন ব্যবসাবাগিজ্য, দানখয়রাত? উৎসবে-আমেজে, পরিবার-পরিজন আর সমাজে কীভাবে চলবেন? কীভাবে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করবেন? কীভাবে পরামর্শ করবেন? মতামত গ্রহণ করবেন? নেতৃত্ব দেবেন? সত্যের পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ করবেন? অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করবেন? বুকে অসম সাহস, মস্তিষ্কে প্রখর বুদ্ধি আর গভীর বিবেচনাবোধ নিয়ে কীভাবে পথ চলবেন?

^৪ সুনানে তিরমিজি : হাদিস-৩৭৪৭; সুনানে আবি দাউদ : হাদিস-৪৬৪৯; মুসনাদে আহমাদ : ১/১৯৩

বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে চান? জাতির জন্য কিছু করতে চান? কাটাতে চান একটি সুন্দর অবসর? বন্ধুত্ব ও সামাজিকতায় হতে চান সবার চেয়ে অনন্য? আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হতে চান? আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে হতে চান সুসজ্জিত? ঈমানে-আমলে অগ্রগামী? ডুব দিন এই জ্ঞানের সাগরে।

আরবের প্রখ্যাত ইতিহাসবিশ্লেষক আল-ওয়াহাশ নবিজির এই ১০ সাহাবির ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আপনি নিজের অজান্তেই হারিয়ে যাবেন নবুয়তের সেই সোনালি সময়ে। বাংলাভাষী পাঠকদের উদ্দেশে সরল অনুবাদে আশারায় মুবাশশারা-এর ১০ সাহাবির বর্ণাঢ্য জীবন তুলে আনা হলো দুই মলাটের মাঝে।

আবদুল্লাহ আল মাসুম

দক্ষিণ বনশ্রী প্রজেক্ট, ঢাকা-১২১৯

বিষয় সূচি

আবু বকর সিদ্দিক	১৫
উমর ইবনে খাত্তাব	৩৯
উসমান ইবনে আফফান	৬৯
আলি ইবনে আবি তালিব	৯৭
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ	১২৯
জুবাইর ইবনে আওয়াম	১৫৫
আবদুর রহমান ইবনে আওফ	১৮৩
সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস	২০৭
সাইদ ইবনে জাইদ	২৩৭
আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ	২৬১



عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন,

১. আবু বকর জান্নাতি,
২. উমর জান্নাতি,
৩. উসমান জান্নাতি,
৪. আলি জান্নাতি,
৫. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ জান্নাতি,
৬. জুবাইর ইবনে আওয়াম জান্নাতি,
৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতি,
৮. সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি,
৯. সাইদ ইবনে জাইদ জান্নাতি এবং
১০. আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ জান্নাতি।^৫



^৫ সুনানে তিরমিজি : হাদিস-৩৭৪৭; সুনানে আবি দাউদ : হাদিস-৪৬৪৯; মুসনাদে আহমাদ : ১/১৯৩; হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম : ১/৯৫-৯৬; উসদুল গাবাহ, ইবনে আসির : ২/৩৮৮-৩৮৯; সিয়রু আলামিন নুবালা, ইমাম জাহাবি : ১/১০৩



আবু বকর সিদ্দিক ﷺ

তিনিই প্রথম নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সবাই যখন নবিজিকে মিথ্যাবাদী বলছিল, তিনি একা তাঁকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। সবাই যখন নবিজিকে একা ছেড়ে যাচ্ছিল, তিনিই নবিজির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হিজরতের সময় তিনি নবিজির সঙ্গে ছিলেন। হিজরতের পথে সাওর পর্বতের গুহায়ও তিনি ছিলেন নবিজির পাশে। মদিনায় যাওয়ার পর বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রতিটি জিহাদে শরিক হয়েছেন নবিজির সাথে। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দিয়েছেন।

নবিজি ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেছেন, ‘ইয়া আল্লাহ! আপনি কিয়ামতের দিন জান্নাতে আবু বকরকে আমার সাথে রাখবেন।’ আল্লাহ তাআলা তাঁর এই আর্জি কবুল করেছেন। তিনি নবিজির নিত্যদিনের সাথি।

আবু বকর সিদ্দিক ﷺ

নাম ও পরিচয়

পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে আমর ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তাইম আল-কুরাশি আত-তামিমি। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ১০ সাহাবির মধ্যে তিনিই প্রথম।

নবুয়তের আগ থেকেই তিনি ছিলেন নবিজির সঙ্গী। তিনিই প্রথম নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা জীবনে ছিলেন নবিজির ঘনিষ্ঠ সহচর। ছিলেন হিজরতের সাথি। হিজরতের পথে সাওর পর্বতের গুহায়ও ছিলেন তাঁর পাশে। বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রতিটি জিহাদে তিনি নবিজির সঙ্গে শরিক হয়েছেন। তাবুকের যুদ্ধে নবিজি ﷺ নিজের ঝান্ডা তুলে দিয়েছেন তার হাতে। তাকে নাজদের শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাদের অভ্যাস ছিল ‘আমাত আমাত’ বলা।

নবম হিজরিতে নবিজির সঙ্গে তিনি আদায় করেছেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হজ। আর নবিজির ওফাতের পর তিনি হয়েছেন মুসলিম উম্মাহর খলিফা।^৬

তার পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবিজির কাছ থেকে বর্ণনা করেছিলেন হাদিস। তার মাতা উম্মে খায়েরও ছিলেন মুসলিমা। তার নাম, সালামা বিনতে সাখার ইবনে আমের। সম্পর্কে তিনি ছিলেন তার পিতার চাচাতো বোন।

পরিবার-পরিজন

সাহাবি আবু বকর ﷺ এর একাধিক স্ত্রী ও সন্তান ছিল। তারা হচ্ছেন, কুতাইলা বিনতে আবদুল উজ্জা

১. আবদুল্লাহ

^৬ তাবাকাত ইবনে সাদ : ৩/১২৫-১৩২; আল-ইসাবা, ইবনে হাজার : ৪/১৪৪-১৪৫

২. আসমা; যাকে বলা হতো ‘জাতুন নিতাকাইন।’

উম্মে রুন্মান বিনতে আমের

১. আবদুর রহমান,

২. আয়েশা; তিনি নবিজির সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী, আমাদের উম্মুল মুমিনিন।

আসমা বিনতে উমাইস

মুহাম্মাদ।

হাবিবা বিনতে খারেজা

উম্মে কুলসুম।

আবু বকর  কে উতাইক বলা হতো। আয়েশা  কে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘একদিন নবিজি  তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ‘তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্ত আল্লাহর বান্দা।’^৭

ইসলামগ্রহণ

নিজ গোত্রে আবু বকর  ছিলেন একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি, সবার প্রিয়পাত্র। ছিলেন কুরাইশ বংশের সবচেয়ে শিক্ষিত পুরুষ। পেশায় সচ্চরিত্রবান ব্যবসায়ী। আচারব্যবহারে অনুপম। গোত্রের সকলেই তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং তাকে ভালোবাসত।

ইসলামগ্রহণের আগেও তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার গোত্রের যেসব বিশ্বস্ত ব্যক্তি তার কাছে আসা-যাওয়া করত, তাদের তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন।^৮

তার হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন জুবাইর ইবনে আওয়াম, উসমান, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ। এরা সকলেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

একদিন তারা সকলেই আবু বকর  এর সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন নবিজির খেদমতে। এরপর নবিজি  যখন তাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন; তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন কুরআন থেকে; তাদের

^৭ সুনানে তিরমিজি : হাদিস-৩৬৭৯; তাবাকাত ইবনে সাদ : ৩/১২৬

^৮ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসির : ৩/২৬

জানিয়েছিলেন, ইসলাম সত্য ধর্ম, তিনি সত্য নবি, তখন তাঁরা সকলেই আশ্রয় নিয়েছিলেন ইমানের সুশীতল ছায়ায়।

জাইদ ইবনে হারিসা ও আলি-সহ এই দলটিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। এঁরাই প্রথম নবিজিকে সত্য নবি এবং তার আনীত কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন।^৯

নবিজি ﷺ বলতেন, ‘আমি যতজনকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, সকলেই একটু দেরি করেছিল এবং চিন্তাভাবনার সময় চেয়েছিল। কিন্তু আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি কোনো দেরি করেননি, কোনো চিন্তাভাবনাও করেননি।’^{১০}

ইসলাম গ্রহণের সময় আবু বকর ﷺ-এর কাছে ৪০ হাজার দিরহাম ছিল। এগুলো দিয়ে তিনি গোলাম আজাদ করতেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করতেন। এভাবে খরচ করার ফলে একটা সময় যখন তিনি হিজরত করে মদিনায় এলেন, তখন তাঁর কাছে বাকি ছিল মাত্র ৫ হাজার দিরহাম। তারপরও তিনি মদিনায় এসে তা-ই করতেন যা মক্কায় করেছিলেন।

আবু বকর ﷺ যাদেরকে আজাদ করেছিলেন, তাদের সাতজনকে কাফিররা আল্লাহর ইবাদত করার কারণে কষ্ট দিত। তাদের মধ্যে ছিলেন সাহাবি বিলাল ও আমের ইবনে ফুহাইরা।

নবিজি ﷺ বলতেন, ‘আবু বকরের সম্পদ আমার যত উপকারে এসেছে, অন্য কারও সম্পদ আমার এত উপকারে আসেনি।’ শুনে আবু বকর ﷺ কেঁদে ফেললেন। বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ও আমার ধনসম্পদ তো আপনার জন্যই।’^{১১}

তার এ কথার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং জিহাদে শরিক হয়েছে, সে তোমাদের সমপর্যায়ের নয়। এমন লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়েও বেশি, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ

^৯ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ইবনে কাসির : ৩/২৯; তারিখুল ইসলাম, ইমাম জাহাবি : ১/১৩৮; সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/২৮৮

^{১০} উসদুল গাবাহ : ৩/৩১০-৩১১; সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/২৫২; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/২৫০

^{১১} সুনানে তিরমিজি : হাদিস-৩৬৬১; উসদুল গাবাহ : ৩/৩২৬; আল-ইসতিআব, ইবনে আবদুল বার : ৩/৯৪

উভয়কেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।^{১২}

সিদ্ধিক উপাধি

মেরাজের রাতে নবিজি ﷺ মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসা ভ্রমণ করেন। পরদিন সকালে লোকজন এটা নিয়ে সমালোচনা শুরু করল। কিছু নওমুসলিমও ইমান ত্যাগ করেছিল সে সময়। তারা দৌড়ে এলো আবু বকর রাএর কাছে। বলল, ‘তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে তুমি কী বলছ? সে বলছে, গতরাতে তাকে নাকি বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’

আবু বকর রা বললেন, ‘তিনি কি সত্যিই এমন বলেছেন?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ।’ আবু বকর রা বললেন, ‘তিনি যদি বলে থাকেন, তাহলে সত্যিই বলেছেন।’

তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘তুমি কি এখনো তাঁকে সত্য বলছ?’ আবু বকর রা বললেন, ‘আমি তো এর চেয়ে দূরের বিষয়েও তাকে বিশ্বাস করি। তিনি যদি সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কাছে আসমানের খবর নিয়ে আসেন, তাও বিশ্বাস করি।’ এমন দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিদ্ধিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।^{১৩}

মেরাজের রাতে নবিজি ﷺ জিবরিলকে বলেছিলেন, ‘আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করবে না।’ জিবরিল বলেছিলেন, ‘আবু বকর আপনাকে বিশ্বাস করবেন। কারণ তিনি সিদ্ধিক, সত্যবাদী।’ এ থেকে বোঝা যায়, তার সিদ্ধিক হওয়ার বিষয়টি ওহির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে।^{১৪}

ভালো কাজে প্রতিযোগিতা

আল্লাহর আদেশে নবিজি ﷺ বিশ্বাসীদের পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এই পবিত্র বন্ধনটি তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন আবু বকর ও উমরের মাঝেও। একদিন দেখলেন, তারা দুজন একসঙ্গে হাত ধরে এগিয়ে আসছেন।

^{১২} সূরা হাদিদ, ১০

^{১৩} মুসতাদরাকে হাকেম : ৩/৬২

^{১৪} মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাইসামি : ৯/৪১; তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১২৭

তিনি বললেন, ‘কেউ যদি নবি-রাসুল ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের মধ্য হতে জান্নাতের বৃদ্ধদের সর্দারকে দেখে আনন্দ পেতে চায়, তারা যেন এই দুই আগন্তুককে দেখে।’^{১৫}

এই দুজনের মধ্যে সবসময় নেক আমলের প্রতিযোগিতা চলত। অবশ্য তা লোক দেখানোর জন্য নয়। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, জান্নাতলাভের আশায়, যার প্রশস্ততা হবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান, যা কেবল মুত্তাকিদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

উমর রা বলেন, ‘নবিজি সা একবার আমাদের দান করতে বললেন। তখন আমার কাছে প্রচুর সম্পদ ছিল। আমি ভাবলাম, আজ আমি আবু বকর থেকে এগিয়ে যাব—দানে ও প্রতিদানে। এই ভেবে আমি আমার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলাম নবিজির দরবারে।

‘নবিজি সা বললেন, “পরিবারের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?” আমি বললাম, “আরও এই পরিমাণ রেখে এসেছি।”

‘কিছুক্ষণ পর আবু বকর তার সম্পদের পুরোটাই নিয়ে হাজির হলেন। নবিজি সা বললেন, “আবু বকর! পরিবারের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ?” আবু বকর বললেন, “আল্লাহ ও তার রাসুলকে রেখে এসেছি।”

এটা শুনে উমর রা আবু বকরকে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, যখনই আমি কোনো নেক আমলের প্রতিযোগিতা করেছি, আপনি বিজয়ী হয়েছেন।’^{১৬}

আরেক বারের ঘটনা। উমর রা এরাদা করলেন, মদিনার এক প্রান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে একজন অন্ধ ও বৃদ্ধা নারীর সেবা করবেন। তার খাবারপানি এনে দেবেন। তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেবেন। কিন্তু যতবারই যেতেন, দেখতেন, তার কাজ অন্য কেউ এসে করে দিয়ে গেছে।

একরাতে তিনি আত্মগোপন করে রইলেন। এটা দেখতে যে, কে আগে এসে তার কাজ করে দিয়ে যায়। দেখলেন, মানুষটা হচ্ছেন আবু বকর, মুসলিমদের খলিফা! উমর রা এর মুখ ফুটে বেরিয়ে এলো, ‘আপনি যেন আমার জীবন!’^{১৭}

^{১৫} সুন্নে তিরমিজি : হাদিস-৩৬৬৪; তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/১৩০

^{১৬} সুন্নে তিরমিজি : হাদিস-৩৬৭৫; হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুআইম : ১/৩২; উসদুল গাবাহ : ৩/৩২৬

^{১৭} উসদুল গাবাহ, ইবনে আসির : ৩/৩২৭